খসড়া অবস্থান পত্র, আপডেট- ২৬ নভেম্বর ২০২৫

জলবায়ু সহিষ্ণু ফসল উৎপাদনে প্রান্তিক নারী কৃষকের অন্তর্ভুক্তকরণ ও নীতি-নির্ধারকদের ভূমিকা

ভূমিকা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, লবণাক্ততা, খরা ও নদীভাঙন প্রতিনিয়ত কৃষি উৎপাদন, জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে। দেশের কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অবদান অপরিসীম। তারা বীজ সংরক্ষণ, চারা রোপণ, ফসল সংগ্রহ, খাদ্য সংরক্ষণ ও গৃহপালিত প্রাণীর যত্নসহ কৃষির প্রায় প্রতিটি ধাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তবুও, জলবায়ু অভিযোজন ও নীতি প্রণয়নে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও প্রান্তিক। নারী কৃষকদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তব প্রতিক্রিয়া বোঝার ও কার্যকর অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অপরিহার্য। তাই, জাতীয় পর্যায়ে লিঙ্গ-অন্তর্ভুক্তি অভিযোজন পরিকল্পনা গ্রহণে নারী কৃষকদের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি।

প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনীয়তা

উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তব চিত্র

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল যা দেশের মোট ভূমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং জনসংখ্যার প্রায় ২৮% মানুষের আবাস স্থল আজ জলবায়ু পরিবর্তনের সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচিত (সূত্র: ইউএসএআইডি প্রতিবেদন)। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভাঙন ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এখানকার মানুষের জীবন ও জীবিকাকে ক্রমেই অনিশ্চিত করে তুলছে। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী, উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে রয়েছে (বিশ্ব ব্যাংক প্রতিবেদন, ২০১৬)। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর গড়ে ৩ থেকে ৪ মিলিমিটার বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে নিম্নাঞ্চলগুলোতে স্থায়ী বা মৌসুমি জলাবদ্ধতা বেড়েছে। লবণাক্ততা এখন ১০-১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে, যা কৃষিজমি, পানীয় জল ও পশুখাদ্যের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে। একসময় যে অঞ্চলে তিন ফসল উৎপন্ন হতো, সেখানে এখন অনেক ক্ষেতেই এক মৌসুমে লবণসহিষ্ণু ধান ছাড়া অন্য ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। নারী কৃষক, যারা বীজ সংরক্ষণ, চারা রোপণ ও গৃহস্থালি খাদ্যব্যবস্থাপনায় মুখ্য ভূমিকা রাখেন তাদের শ্রম ও আয় দুই-ই কমে যাচ্ছে। পানি সংগ্রহ, বিকল্প জীবিকা খোঁজা ও পরিবারের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতের বাড়তি চাপও তাদের ওপর পড়ছে।

বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি ও বাংলাদেশের বাস্তবতা

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন এখন মানবজীবন ও অর্থনীতির অন্যতম বড় সংকট। গড় তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং চরম আবহাওয়া ঘটনাগুলোর ঘনত্ব ও তীব্রতা দুটোই বেড়েছে। জাতিসংঘের আন্তঃসরকারি প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC)-এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের সীমার ভেতরে রাখতে না পারলে বিশ্বের বহু অঞ্চল, বিশেষত নিম্নভূমি ও উপকূলীয় দেশগুলো, ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে। এই সংকট মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক পরিসরে গৃহীত হয়েছে প্যারিস চুক্তি (২০১৫), যেখানে দেশগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো, অভিযোজন জোরদার করা ও অর্থায়ন বাড়ানোর। বাংলাদেশ, যদিও বৈশ্বিক নির্গমনের মাত্র ০.৪৭%, তথাপি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি। প্রতি বছর গড়ে ৭০ লাখ মানুষ জলবায়ু-সম্পর্কিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দেশের জিডিপির প্রায় ১.৫% থেকে ২% সমপরিমাণ ক্ষতি হয়।

নারীদের জন্য বাংলাদেশের নীতিগত অবস্থান

সরকার ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্লান (BCCSAP), ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্লান (NAP), ও বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান ২১০০ গ্রহণ করেছে। তবে চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে– পর্যাপ্ত আন্তর্জাতিক অর্থায়নের অভাব, প্রযুক্তি হস্তান্তরে বিলম্ব, এবং স্থানীয় বাস্তবতাভিত্তিক অভিযোজন বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা। বাংলাদেশের জলবায়ু নীতিগুলোতে নারীর নিরাপত্তা, অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। BCCSAP, NAP ও Delta Plan ২১০০-এ নারীদের বিশেষ ঝুঁকি, জীবিকা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সুরক্ষা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, যেগুলোতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত, নিরাপদ আশ্রয়, স্বাস্থ্যসেবা, পানি ও স্যানিটেশন সুবিধায় নারীদের সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে অবকাঠামো ও বাজেট বাড়াতে হবে। অনেক উপকূলীয় ও নদীভাঙন অঞ্চলে আশ্রয়কেন্দ্রে আলাদা ব্যবস্থা, স্যানিটেশন ও মাতৃত্বসেবার ঘাটতি থাকে।
দ্বিতীয়ত, নারী কৃষকদের প্রযুক্তি, তথ্য, জলবায়ু সহনশীল বীজ, ঋণ এবং বাজারে প্রবেশগম্যতা বাড়াতে সরকারি সহায়তা সম্প্রসারণ প্রয়োজন। NAP- এর লক্ষ্য পূরণে স্থানীয় পর্যায়ে নারী সম্প্রসারণ কর্মী, প্রশিক্ষণ ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারসংযোগ শক্তিশালী হওয়া জরুরি।
তৃতীয়ত, স্থানীয় সরকার ও কমিউনিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে তাদের অংশগ্রহণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক স্বীকৃতি বাড়াতে হবে।
শেষত: লিঙ্গভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, মনিটরিং ও বাজেট বরাদ্দ পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে নারীর চাহিদা উপেক্ষিত হয়। এসব জায়গায় সমন্বিত পদক্ষেপ নিলে নীতিগুলোর বাস্তব উপকার নারীদের নাগালে পৌঁছাবে।

উপকূলীয় অঞ্চলে নারী কৃষকের অবস্থান:

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নারী কৃষকরা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব যেমন লবণাক্ততা বৃদ্ধি, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ফলে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এমনকি তাদের প্রজনন স্বাথ্যের ঝুঁকি দিন দিন বৃদ্ধিপাচ্ছে। তারা কৃষি উৎপাদন, বীজ সংরক্ষণ ও পশুপালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও বাজার প্রবেশে এখনো সীমিত। সরকারি বাজেটে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কিছু বরাদ্দ থাকলেও তা মূলত প্রশিক্ষণ, কৃষিঋণ ও ইনপুট সহায়তার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। বাস্তবে এই বরাদ্দের অধিকাংশই উপকূলীয় নারী কৃষকদের কাছে সরাসরি পৌঁছায় না। স্থানীয় পর্যায়ে তথ্যের অভাব, জেন্ডার সংবেদনশীল পরিকল্পনার ঘাটতি এবং প্রশাসনিক জটিলতার কারণে নারী কৃষকরা সরকারি সহায়তা ব্যবস্থার পূর্ণ সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় নারী কৃষকদের ঐতিহ্যগত কৌশল ও সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের নারী কৃষকরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় নিজেদের স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ঐতিহ্যগত কৌশল ব্যবহার করে আসছেন। তারা লবণসহিষ্ণু ধান ও সবজি চাষ, উঁচু বেডে সবজি উৎপাদন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, ছাদের বাগান, বীজ সংরক্ষণ ও বিনিময়ের পদ্ধতি এবং হাঁস-মুরগি ও মাছচাষের মতো বিকল্প জীবিকা অনুসরণ করছেন। এসব কৌশল স্থানীয়ভাবে কার্যকর প্রমাণিত হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্রতা ও প্রভাবের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে তা জাতীয় উৎপাদন ও উন্নয়নে পর্যাপ্ত অবদান রাখতে পারছে না। প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার অভাব, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, আর্থিক অনুদান ও বাজারসংযোগের ঘাটতির কারণে নারী

কৃষকদের এই অভিযোজন প্রচেষ্টা স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। জাতীয় কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তারা নীতিগত স্বীকৃতি থেকেও বঞ্চিত। ফলে ঐতিহ্যগত এই কৌশলগুলো টেকসই রূপ নিতে পারেনি এবং জলবায়ু সহনশীল কৃষি ব্যবস্থায় নারীর অবদান এখনো যথাযথভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে না।

জাতীয় বাজেটে নারী কৃষকের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তকরণ:

বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে নারী কৃষকের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তকরণ বিষয়টি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধীরে ধীরে গুরুত্ব পাচ্ছে। কারণ নারী কৃষকরা বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও দীর্ঘদিন ধরে তাদের কাজকে স্বীকৃতি ও সরকারি সহায়তার আওতায় আনায় ঘাটতি ছিল। ২০১৩ সালে ভূমির ওপর পুরুষের মালিকানা ৯৬ দশমিক ৫২ এবং নারীদের ৩ দশমিক ৪৮ শতাংশ। দেশের কৃষকদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যাতথ্য থাকলেও কিষানীদের কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যাতথ্য নেই। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাজেটের মাধ্যমে কৃষক কার্ডের ব্যবস্থা করা হলেও দেশের নারীরা তা থেকে বঞ্চিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষক হিসেবে নারীদের স্বীকৃতি না থাকায় চারটি ক্ষেত্রে তাঁরা প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রথমত আর্থিক ও প্রযুক্তি, দ্বিতীয়ত খাসজমি লিজ না পাওয়া, তৃতীয়ত সরকারি প্রণোদনা এবং চতুর্থত যথাযথ মজুরি না পাওয়া। তবে নারীদের সক্রিয়ভাবে কৃষিতে অর্ন্তভূক্ত করলে অপুষ্টি কমবে ১২-১৭ শতাংশ।

সরকারি উদ্যোগে নারীদের অবস্থান অপর্যাপ্ত

বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন সম্মেলনের ২৫ বছর পূর্তি হলো গত ২০২০ সালে। বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালে সর্বশেষ প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের অধীনে ১.৫৭ মিলিয়ন নারীকে সহায়তা দেয়া হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৬ লাখ ২১ হাজার ২০ নারীকে উচ্চফলনশীল কৃষিপ্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং ও আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতে, সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে কৃষিতে নারীর সংখ্যা বাড়ছে। সরকারের বাণিজ্যিক কৃষি কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলোতে প্রশিক্ষণের জন্য ৩০ শতাংশ নারী থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ পেয়ে নারীরা কৃষিতে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। বসতবাড়ির আঙিনায় ও আশপাশে ফল উৎপাদন, হাঁসমুরগি পালনে উৎসাহিত করার কারণেও নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। কিন্তু তার পরের উদ্যোগ গুলো নারী কৃষকদের জন্য যথেষ্ঠ না।

- বাংলাদেশে কৃষি শ্রমশক্তির প্রায় ৫০% নারী হলেও তারা আনুষ্ঠানিকভাবে "কৃষক" হিসেবে স্বীকৃতি পায় না।
- তারা জমির মালিক না হওয়ায় সরকারি ভর্তুকি, প্রশিক্ষণ, বীমা বা ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।
- তারা বেশি কাজ করেন বীজ রোপণ, আগাছা পরিষ্কার, ফসল তোলা ও সংরক্ষণে, কিন্তু প্রযুক্তি ও বাজারে অংশগ্রহণে পিছিয়ে।

নারী কৃষকদের দাবি:

আভাস, বিন্দু, কোস্ট ফাউন্ডেশন ও স্ট্রিট চাইল্ড সংস্থা ৫০ টি নারী কৃষক দলের সাথে কাজ করছে। এসব নারী কৃষক স্থানীয় ও জাতীয় নীতি-নির্ধারকদের কাছে নিম্নোক্ত দাবি পেশ করছেন:

১. জাতীয় কৃষি নীতি এবং কৃষি সম্প্রসারণ নীতিতে কৃষির সকল স্তরে (উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ) নারী কৃষকের ভূমিকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া। এর ফলে তারা সরকারি প্রণোদনা ও প্রশিক্ষণে সহজে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

২. জলবায়ু-সহনশীল কৃষি প্রকল্প (যেমন: মাছ চাষের জন্য পুকুর বা ভাসমান কৃষির জন্য জলাশয়) ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী কৃষকদের যৌথ মালিকানা বা দীর্ঘমেয়াদী ইজারা (Long-term lease) প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারী কৃষককে উৎপাদনের মুলধারায় নিয়ে আসা।

৩. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সবুজ তহবিল থেকে নারী কৃষকদের অভিযোজন ও জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য ন্যূনতম ২০% তহবিল সরাসরি নির্দিষ্ট করে বরাদ্দ রাখা।

৪. জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে নারী কৃষকদের জন্য শূন্য বা নামমাত্র সুদে (যেমন: ১% সার্ভিস চার্জে) এবং সহজ শর্তে/জামানতবিহীন 'জলবায়ু-সহনশীল কৃষি ঋণ' চালু করা। কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে নারী কৃষকদের জন্য উচ্চহারে ভর্তুকি নিশ্চিত করা।

৫. জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শ্রম-হ্রাসকারী ও নারী-বান্ধব কৃষি যন্ত্রপাতি (যেমন: হালকা রোপণ ও নিড়ানি যন্ত্র এবং ফসল কাটার মেশিন) উদ্ভাবন এবং তা বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে নারী কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য অর্থায়ন করা।

৬. উপকূলীয় ও খরাপ্রবণ এলাকায় কৃষি ও পানীয় জলের জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (Rainwater Harvesting) কাঠামো, কমিউনিটি ট্যাংক এবং সৌরশক্তি চালিত বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট নির্মাণে জাতীয় বাজেটে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং এর তদারকির দায়িত্ব নারী গোষ্ঠীগুলিকে দেওয়া।

৭. জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্পের মাধ্যমে বিকল্প সেচ প্রযুক্তি (যেমন: ড্রিপ ইরিগেশন) স্থাপনে সহায়তা করা এবং লবণাক্ততা প্রতিরোধের জন্য নদী বা খালের সলুইস গেট (Sluice Gates) রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় নারী কৃষকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

উপসংহার:

নারী কৃষকরা শুধু ক্ষতিগ্রস্ত নন, বরং তারা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সম্ভাব্য নেত্রী ও উদ্ভাবক। জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা তখনই সফল হবে, যখন তা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও নারীদের নেতৃত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। তাই এখন সময় এসেছে "নারী নেতৃত্বে জলবায়ু অভিযোজন"-এই বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় নীতি কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করার।

যোগাযোগ: কোস্ট ফাউন্ডেশন, মেট্রো মেলোডি, বাড়ি-১৩, রোড-২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২ ২২৩৩১৪৭২৯, ০২ ৪১০২৫৮৯০, ০২ ৪১০২৫৮৯২; ইমেইল: info@coastbd.net, www.coastbd.net